আবাসন সংকট সমাধানে বড় পদক্ষেপ জবির

রাকিবুল ইসলাম
২২ মে ২০২৫, ১২:০০ এএম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসনের ঘাটতি। রাজধানী ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলের অপ্রতুলতা দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে এখানে কেবল ছাত্রীদের জন্য একটি হল রয়েছে, যার ধারণক্ষমতা মাত্র ১ হাজার ২০০। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশকেও ছাত্রদের জন্য কোনো স্থায়ী হল নির্মাণ হয়নি।

জানা গেছে, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সময় পুরনো হলগুলো বেদখল হয়ে যাওয়ায় আবাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিন আন্দোলন করেও সেগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের জন্য আশার আলো দেখা দিয়েছে। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ ছাত্রের জন্য এই সুবিধা চালু করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত ‘মেধাবী’ প্রকল্পে আবাসনের জন্য আগ্রহী ছাত্রদের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের (১৯তম ব্যাচ, প্রথম বর্ষ) মধ্যে আগামী ২৭ মের মধ্যে নির্ধারিত গুগল ফর্ম ও সরাসরি আবেদনপত্রের মাধ্যমে আবেদন করতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকার পোর্ট কনটেইনার রোডে ১০ তলাবিশিষ্ট একটি ভবনকে অস্থায়ী আবাসন হিসেবে বরাদ্দ দিয়েছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। ২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জবি ও ফাউন্ডেশনটি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে ৭০০ জন শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে, যা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে ৫ হাজার জনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আবাসনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে ১০০ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ, ৫০ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ বৃত্তি প্রদান করা হবে। এ ছাড়া থাকবে উন্নতমানের লাইব্রেরি,

কম্পিউটার ল্যাব, ভাষা শিক্ষার জন্য আইইএলটিএস কোর্স এবং সফট স্কিল উন্নয়নে বিভিন্ন সরকার অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কোর্স।

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী প্রান্ত মিয়া বলেন, অস্থায়ী হলেও এই আবাসন প্রকল্প সময়োপযোগী ও শিক্ষার্থীবান্ধব। এতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আবাসন সংকট অনেকটাই লাঘব হবে।

এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম বলেন, প্রাথমিকভাবে ৫০০ শিক্ষার্থীকে আবাসনের সুযোগ দেওয়া হবে। ধাপে ধাপে এ সংখ্যা আরও বাড়বে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে পারবে। সামনের দিনে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করছে জবি শিক্ষার্থীদের জন্য।